রমজানে কী পরিবর্তন আসে

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

সময়ের সাথে সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশংকায় পরিবর্তন এসেছে

বিস্তারিত পঞ্চম পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন
ইস্যু ৪ × বুধবার, ১৬ মে ২০১৮

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সাহায্য করা যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই সংস্করণে দেয়া তথ্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনদের সাথে কথাবার্তা বলে, কমিউনিটি ফোকাস গ্রুপে আলোচনা করে, ব্র্যাক জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাসেবক ও ইন্টারনিউজ জনগোষ্ঠীর সংবাদদাতাদের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ বেতার ও রেডিও নাফে ইউনিসেফের সহায়তায় আয়োজিত লাইভ রেডিও অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের ফোন করে জানানো মতামত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই কাজটি IOM, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এটির জন্য ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্থ সংস্থান করেছে।

আপনার যদি এই বুলেটিন সম্পর্কে কোনও মন্তব্য থাকে, পরবর্তী সংখ্যাগুলি সম্পর্কে কোনও পরামর্শ থাকে বা আপনার নিজস্ব জনগোষ্ঠীর থেকে মতামত সংগ্রহ করার কাজকর্ম থেকে কোনও তথ্য বা ধারণা যোগ করতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে *যা জানা জরুরি* দলের সাথে info@cxbfeedback.org ইমেলে যোগাযোগ করুন - আপনার মতামতের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডাকাতি, চুরি এবং অল্প বয়সী মেয়ে ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে আশংকা বৃদ্ধি পেয়েছে

প্রধান তথ্য

- দুটি আলাদা আলাদা তথ্য সমষ্টির থেকে মতামতগুলি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে বর্তমানে ডাকাতি, চুরি এবং অল্প বয়সী মেয়ে ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে আশংকা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে।
- এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে ক্যাম্পগুলোতে খুনের ঘটনা বেড়ে গেছে।
- অল্পবয়সী মেয়েদের নিরাপদ এবং আব্রু বজায় রাখা যায় এমন গোসলের জায়গা তৈরি করার জন্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে প্রচুর অনুরোধ এসেছে।
- স্কুলে যাওয়ার বয়সী শিশুদের বাবা-মায়েরা উদ্বিগ্ন যে তাদের সন্তানরা পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছে না। তারা আরও স্কুল তৈরি করার অনুরোধ জানিয়েছেন।
- রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ এটাও জানিয়েছেন যে তারা তাদের সমস্যা সম্পর্কে কাদের সাথে কথা বলতে হবে বা কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে সেগুলি জানাতে হবে তা জানেন না।

মতামতের সূত্র

এই বিশ্লেষণ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ থেকে ২৫ এপ্রিল, ২০১৮-র মধ্যে প্রতিদিন ব্র্যাকের ৮০০ জন জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাসেবী এবং ১৪ জন ইন্টারনিউজ জনগোষ্ঠীর সংবাদদাতার ইটিএস কানেক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে সংগ্রহ করা মতামতের ভিত্তিতে করা হয়েছে। সর্বমোট ৭৯৮৬টি কথোপকথন নথিবদ্ধ করা হয়েছে । প্রধান আশংকাগুলি এবং সংখ্যালঘুদের বক্তব্যগুলি তুলে ধরার জন্য সাধারণ এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলির একটি সমন্বয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্র্যাক

মোট মতামত	পুরুষ	নারী
৭৭২৬	১৭৫৫	৫৯৭১

ইন্টারনিউজ

মোট মতামত	পুরুষ	নারী
২৬০	১৩২	১২৮

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

বর্তমানে যে প্রধান আশংকাগুলি প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলি নিরাপত্তা সংক্রান্ত এবং বিশেষভাবে মানুষ পাচার, ডাকাতি, খুন এবং ক্যাম্পের মধ্যে চোরাচালান সম্পর্কিত। মানুষজন বিশেষভাবে কিভাবে চোরাচালানকারী এবং অন্যান্য অপরাধীদের চিনতে পারবেন এবং কিভাবে এই সমস্যাগুলো থেকে বাঁচবেন বা প্রতিরোধ করবেন তা জানতে চেয়েছেন। তারা ক্যাম্পে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন।

মানুষ পাচার

কিছু রোহিঙ্গা মানুষ পাচারকারীদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। তারা পাচারকারীদের কিভাবে চেনা যায় তা জানতে চেয়েছেন যাতে তারা নিরাপদ থাকতে পারেন। এছাড়াও তারা এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন যে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মানুষজন যখন আশ্রয়কেন্দ্রে যাবেন তখন মানুষ পাচার বেড়ে যাবে।

> “আমাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কি করা হচ্ছে?"
>
> - মহিলা, ৩০, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

> “মানবপাচারকারীকে কিভাবে চিনবো? যারা মানুষ পাচার করে তাদের কিভাবে চিনবো?”
>
> - মহিলা, ২৮, কুতুপালং এমএস

> “আমরা মেয়ে পাচার করা কিভাবে আটকাবো?”
>
> - পুরুষ, ৪৫, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

> “একই জায়গায় সবাই আশ্রয় নিলে অপহরণ হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। আমরা তখন কি করব? যখন প্রাণ বাঁচানো মুশকিল হবে তখন শিশুদেরকে সামলাবো কি করে?”
>
> - পুরুষ, ৩৮, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

বিশেষভাবে তাদের দুশ্চিন্তা হল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা এবং নিজেদের আর জিনিসপত্র সামলাতে গিয়ে তারা হয়ত শিশুদের দিকে নজর রাখতে পারবেন না। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষজন আশংকা করছেন যে তাদের শিশুদের হয়ত অপহরণ করা হবে, কারণ তাদের মধ্যে কিছু মানুষ এখনো এই আশায় আছেন যে তাদের ঘর থেকে কোনও আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। উত্তরদাতারা জানতে চেয়েছেন যে তারা কিভাবে তাদের শিশুদের এমন পরিস্থিতিতে অপহরণ বা পাচার হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেন।

ডাকাতি এবং চুরি

রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেকেই মনে করছেন বর্তমানে চুরি আর ডাকাতির ঘটনা ভীষণভাবে বাড়ছে। তারা জানতে চেয়েছেন যে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র তারা কিভাবে রক্ষা করবেন। সেই সাথে জনগোষ্ঠীর মানুষজন ক্যাম্পে চুরি আর ডাকাতি কিভাবে কমানো যায় সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

> “আজকাল চুরি আর ডাকাতি ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। এটা কিভাবে কমাবো?”
>
> - পুরুষ, ৩১, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

> “ক্যাম্পে প্রায়ই চোরাচালান করা হয়। আমরা [এগুলো] বন্ধ করতে চাই।”
>
> - পুরুষ, ২৭, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

> “ক্যাম্পের মধ্যে সন্দেহজনক মানুষের আসাযাওয়া দিনে দিনে বাড়ছে [...]।”
>
> - পুরুষ, ৩০, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

> “আমাদের জরুরি সব কাগজপত্র চলে যাওয়ার ভয় আছে। আমরা কি করতে পারি?”
>
> - পুরুষ, ২৯, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

খুনের ঘটনা

ক্যাম্পের কিছু বসবাসকারীর মধ্যে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে খুনের ঘটনা বাড়ছে। যেখানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষের বক্তব্য হল মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুদের নিরাপদ থাকার জন্য সব সময় তাদের পরিবারের কাছাকাছি থাকা উচিৎ এবং কোনও জায়গায় একা যাওয়া উচিৎ নয় সেখানে অন্যান্যরা তাদের নিরাপত্তার জন্য ক্যাম্পে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। রোহিঙ্গাদের মধ্যে কিছু মানুষ এটাও বলেছেন যে ক্যাম্পে জীবনযাত্রা এত কঠিন যে দিনের বেলা তারা শিশুদের উপর সেইভাবে নজর রাখতে পারেন না। তাই তারা তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে আশংকায় ভুগছেন।

মেয়েদের জন্য নিরাপদ গোসলের জায়গা যেখানে আব্রু বজায় রাখা যায়

জনগোষ্ঠীর প্রচুর সদস্য তাদের মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন। তাদের তুলে ধরা সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান একটি হল কিশোরী এবং তরুণীদের জন্য নিরাপদ গোসলের জায়গা না থাকা। তাই নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে তাদের নিত্যদিন সমস্যা হচ্ছে। একইভাবে বহু রোহিঙ্গা মানুষজনও তাদের মেয়েদের আব্রু বজায় রাখার জন্য টিন দিয়ে ঘেরা গোসলের জায়গা তৈরি করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

> “ক্যাম্পের মধ্যে খুনের ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমরা কিভাবে এটা আটকাতে পারি?”
>
> - পুরুষ, ২৬, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

> “নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের আরও বেশি পুলিশের প্রয়োজন।”
>
> - মহিলা, ৩৪, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

> “অল্প বয়সী মেয়েদের গোসল করতে সমস্যা হচ্ছে। তাদের আব্রু বজায় রাখা যায় এমন নিরাপদ গোসলের জায়গা প্রয়োজন।"
>
> - মহিলা, ১৭, বালুখালি এমএস

রোজা ঘিরে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভাবনাচিন্তার বিষয়গুলি

রমজান (চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা ভাষায় রোমজান) ইসলামী ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে পবিত্র মাস। এই মাসে সাধারণ কাজকর্ম ও আচরণে লক্ষণীয় কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। মুসলিমদের জন্য এটি সুচিন্তা ও সহমর্মিতার মাস এবং এই মাসে ঐতিহ্যগতভাবে মুসলিম এবং তাদের কাজের মালিকরা পরস্পরকে এবং দরিদ্র মানুষজনকে ছোটখাটো উপহার এবং টাকাপয়সা দিয়ে থাকেন। এই সময়টি মুসলিমদের জন্য মানসিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল সময় হতে পারে।

অন্যান্য মুসলিম দেশের মতোই বাংলাদেশেও রমজান মাসের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘোষণা করার দায়িত্ব একটি জাতীয় চাঁদ-দেখার কমিটির উপর ন্যস্ত রয়েছে। এই বছরে এটি ১৭ মে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা মুসলিমরা তাদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে রমজান মাস শুরু ও শেষ হওয়ার আগের দিন রাতে পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মানুষজনের সাথে এক জায়গায় মিলিত হয়ে রমজান ও ঈদের চাঁদ দেখেন।

এর পরবর্তী ২৯ বা ৩০ দিন ধরে (এটি ইসলামী মাসে এরপরে আবার কখন চাঁদ দেখা যাবে তার উপর নির্ভর করে) ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রেখে ইসলামের পাঁচটি প্রধান নীতির একটি পালন করবেন। রোজা রাখার সময় খাওয়া, পান করা (এমনকি পানিও নয়), যৌন সংসর্গ, মারামারি বা রক্তপাত করা নিষিদ্ধ। ছোট শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষজন, যে মহিলাদের মাসিক হয়েছে, গর্ভবতী ও যে মায়েরা সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের রমজানের সময় রোজা না রাখলেও চলে। কিন্তু সুস্থসমর্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা যে কদিন রোজা রাখেননি সেই দিনগুলির জন্য পরে বছরের অন্য সময়ে রোজা রাখবেন বলে আশা করা হয়।

এই সময়টাতে ক্যাম্পে রাতে চলাচল ও কাজকর্ম বেড়ে যায়। মাইকে রোজা শুরু ও শেষ করার সময় এবং নমাজের সময় ঘোষণা করা হয়। ক্যাম্পের সকলে শেষরাতে প্রায় ৩টের সময় সাহরি (রোহিঙ্গা ভাষায় ফোঁইত্তা সেরি) বা রাত শেষের খাবার খাওয়ার জন্য জেগে ওঠেন এবং সন্ধ্যা প্রায় ৬:৩০টা নাগাদ ইফতার (রোহিঙ্গা ভাষায়: ইস্তারি / ইস্সারি) খেয়ে রোজা ভাঙেন। ঐতিহ্যগতভাবে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষজন খেজুর, ছোলা, মুড়ি, ফল এবং ভাজাভুজি খেয়ে প্রতিদিনের রোজা ভঙ্গ করেন।

ভোরের নমাজ ও কাজকর্মের পরে মানুষজন সাধারণত বেলা পর্যন্ত ঘুমাতে যান; তাই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ এবং অন্যান্য কাজকর্মের আয়োজন করার সময় এই সাংস্কৃতিক অভ্যাসের কথা মাথায় রাখতে হবে। জনগোষ্ঠীর কিছু অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ এই সময় দিনের বেলা ওষুধপত্রও খান না তাই ইনসুলিনসহ অন্যান্য ওষুধ খাওয়ার সময় পরিবর্তন করে সেগুলি রাতে করতে হবে।

আপনার কাজের জায়গায় যেসমস্ত সহকর্মী রোজা রাখছেন তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া জরুরি। রোজা রাখার সময় এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন না যাতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকে এবং সহকর্মীদের সাথে থাকার সময় খাবার খেতে হলে সেটি তাদের আড়ালে খাওয়ার চেষ্টা করবেন। এই মাসের শেষের দিকে শব-এ-কদর (যা লাইলত'উল কদর নামেও পরিচিত) এবং রমজানের শেষে ঈদ উদযাপন করার জন্য কয়েকটি ছুটি থাকে।

এই সময়ের সবচেয়ে পবিত্র রাতটিকে আরবি ভাষায় শব-এ-কদর (রোহিঙ্গা ভাষায় হাতাই ফথিয়া) বলা হয় যার অর্থ 'মহিমান্বিত রাত'। মহিলা ও পুরুষরা সাধারণত মসজিদে (পুরুষরা) বা ঘরে সারারাত ধরে নমাজ পড়েন। মানুষজন আরও ঘন ঘন গোরস্তানে যান বা কবর জিয়ারত করেন। মুসলিমরা মনে করেন এটি বছরের সবচেয়ে পবিত্র রাত। খুব বেশি ধর্মপ্রাণ নন এমন মানুষজনও এই রীতিনীতিগুলি পালন করেন।

ভাষার দিক থেকে এই পবিত্র মাসটি বর্ণনা করার জন্য চাটগাঁইয়া এবং রোহিঙ্গারা অনেকগুলি একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু সেগুলো বাংলা বা আরবি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলো থেকে অনেকটাই আলাদা।

ইংরেজি	আরবি	বাংলা	চাঁটগাঁইয়া	রোহিঙ্গা
মান্থ অফ রামাদান	শাহার রামাদান	রমজানের মাস	রোমজান'ওর মাস	রোমজান'ওর মাস
ফ্যাস্টিং	সওম	রোজা (রাখা)	রুজা (রাহন)	রুজা (রাহন)
মিডনাইট মিল	সুহুর	সেহরি	ফোঁইত্তা সেরি	ফোঁইত্তা সেরি
ব্রেকিং ফ্যাস্ট এট সান-সেট	ইফতার	ইফথার	ইসতেরি	ইস্তারি / ইস্সারি
সাপ্লামেন্টাল নাইট প্রেয়ার্স	তারাউইহ	থারাবি	থারাবি	থারাবি
নাইট অফ পাওয়ার	লাইলাত'উল কদর	শব-এ-কদর	হাতাই ফোরোব	হাতাই ফাথিয়া
ঈদ গ্রিটিংস	ঈদ করীম বা ঈদ মোবারক	ঈদ মোবারক	ঈদ মোবারক	ঈদ মোবারক

রমজানের দৈনন্দিন কাজকর্মের সময়সূচী

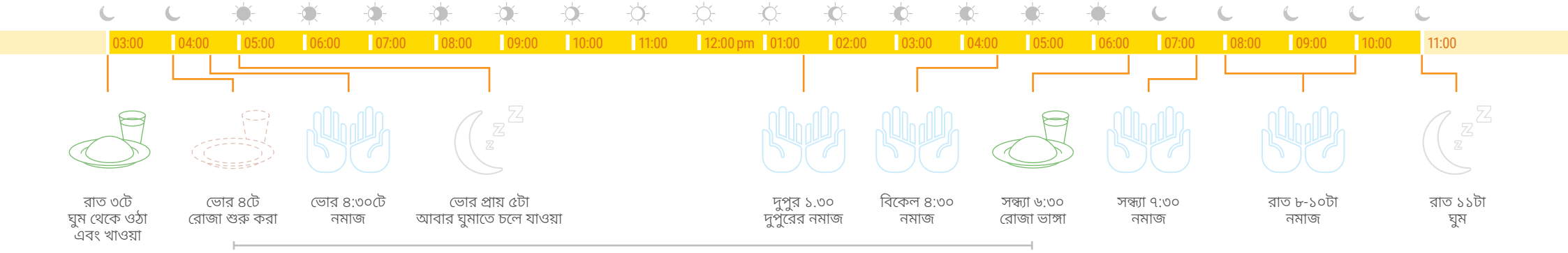

শ্রোতা দলের মতামত থেকে জানা গেছে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকা আশংকাগুলি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে

শ্রোতা দলের মতামত থেকে জানা গেছে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকা আশংকাগুলি সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। মতামতের গতিপ্রকৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকটা উন্নতি ঘটেছে যার ফলে সময়ের সাথে সাথে শিশু এবং মায়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কমেছে - অন্যদিকে অন্য কিছু বিষয় নিয়ে - যেমন নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিয়ে জনগোষ্ঠীর মধ্যে আশংকা বাড়ছে বলে মনে হয়।

রেডিও শ্রোতা দলের থেকে পাওয়া মতামত বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে রোহিঙ্গা মানুষজনের আশংকাগুলি ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। শ্রোতা দলগুলি প্রতি সপ্তাহে বাংলাদেশ বেতারের 'বেগ্‌গুনোর লাই' বা রেডিও নাফের 'শিশুর হাসি' অনুষ্ঠান শোনার জন্য মিলিত হন। এই দলগুলির সঞ্চালকরা শ্রোতাদের বর্তমান চাহিদা, তাদের সবচেয়ে বেশি কি প্রয়োজন এবং আশংকাগুলি সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করেন।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুশ্চিন্তাগুলি সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার কিছু চিত্তাকর্ষক গতিপ্রকৃতি এই শ্রোতা দলগুলির তুলে ধরা প্রধান প্রধান আশংকাগুলি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে।

শিশু এবং মায়েদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ - এগুলি নিয়ে আশংকা অনেকটাই কমে গেছে

২০১৭ সালের শেষে শ্রোতা দলের মধ্যে দুশ্চিন্তার একটি প্রধান বিষয় ছিল শিশুদের জন্য সুযোগসুবিধার অভাব। শ্রোতারা জানিয়েছিলেন ঘন জনবসতি এবং পড়াশুনার সুযোগ ও শিশু-বান্ধব জায়গার অভাবে তারা নিজেদের শিশুদের ঠিকমতো দেখাশুনা করতে পারছেন না। শিশুদের স্বাস্থ্য এবং ভালো থাকাও তাদের চিন্তার একটি প্রধান কারণ ছিল, মানুষজন দুশ্চিন্তায় ছিলেন যে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়বে বা হারিয়ে যাবে। আগের মাসগুলিতে আলাপআলোচনায় সদ্যজাত শিশুদের যত্ন নেওয়া, টিকা দেওয়া এবং গর্ভবতী মায়েদের ও প্রসবের পরে সেবাযত্ন পাওয়া নিয়েও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছিল।

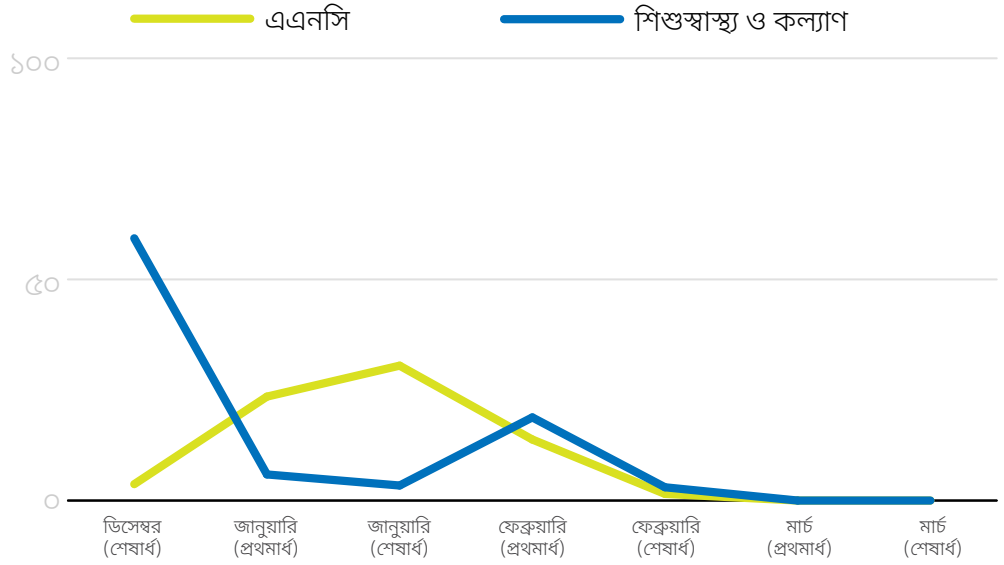

কিন্তু মার্চ মাসের শেষে এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে যে এই বিষয়গুলো নিয়ে থাকা দুশ্চিন্তা ও আশংকা অনেকটাই কমে গেছে। মার্চ মাসে শিশু এবং মায়েদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের বিষয়গুলো নিয়ে কোনও মতামত সম্পর্কে জানানো হয়নি, যার থেকে মনে হয় যে এই ক্ষেত্রগুলোতে সেবা এবং তথ্য দেওয়ায় উন্নতি ঘটেছে।

নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে

মার্চে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষজনের দুশ্চিন্তা ক্রমেই বাড়ছে। যেখানে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে দেওয়া মতামতে এটার তেমন কোনও উল্লেখ ছিল না সেখানে শ্রোতারা মার্চ মাস থেকে এই সমস্যাটি সম্পর্কে জানাতে শুরু করেছেন। এই মতামতে রাতে চলাফেরা করার জন্য টর্চ লাইট ও সৌর লন্ঠন দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে এবং ক্যাম্পের মধ্যে হাঁটা পথগুলোতে যথেষ্ট আলো নেই এই মন্তব্যও করা হয়েছে। গত মাসে অন্যান্য সূত্রগুলো থেকে পাওয়া মতামতেও দেখা গেছে যে এই আশঙ্কাগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে (বিস্তারিত জানার জন্য ডাকাতি, চুরি এবং শিশুদের সুরক্ষিত রাখা সম্বন্ধে প্রথম নিবন্ধটি পড়ুন)।

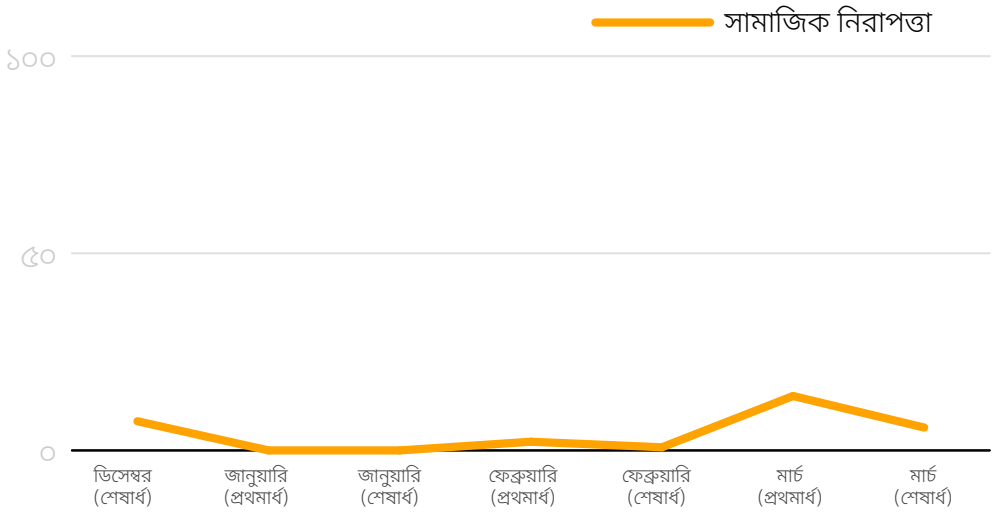

> আমাদের রাতে সোলার আলো দরকার। সোলার আলো না থাকলে আমরা রাতে নিরাপদ বোধ করি না। আলো না থাকলে রাতে আমাদের চলাফেরা করতেও অসুবিধা হয়।"
>
> - মহিলা, থ্যাংখালি জামতলি ক্যাম্প, ব্লক: জি-৩

> এই গরমকালে গর্ভবতী মেয়েদের গায়ে জল ঠোসা উঠছে আর শিশুদের জ্বরজারি আর সর্দি হচ্ছে। তাই এই অত্যধিক গরমে ঠাণ্ডা থাকার জন্য আমাদের ইলেকট্রিক ফ্যান বা হাত পাখা (বাংলা: হাতপাখা; রোহিঙ্গা: বিসোইন) দরকার।"
>
> - মহিলা, বালুখালি ক্যাম্প, ব্লক: বি-৫২

পরিচ্ছন্নতা - আগের সমস্যাগুলি আবার ফিরে আসছে, গরমের কারণে সেগুলি আরও বেড়ে গেছে

ডায়রিয়া নিয়ে আশংকা আবার দেখা দিচ্ছে - জানুয়ারি মাস শুরু হওয়ার পর থেকে এই সমস্যাটি তেমনভাবে উঠে আসেনি কিন্তু এখন এই নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আশংকা আবার বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। এই আশংকা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি আরেকটি যে নতুন সমস্যা প্রথমবার তুলে ধরা হয়েছে সেটি হল টয়লেট। মার্চে পাওয়া মতামতে যথেষ্ট সংখ্যক টয়লেট না থাকা এবং টয়লেটগুলি নিয়মিত পরিষ্কার না করার অভিযোগ জানানো হয়েছিল। টয়লেটগুলি গর্ভবতী মহিলাদের পক্ষে ব্যবহার করা সুবিধাজনক নয় সেই অভিযোগও করা হয়েছিল।

পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আশংকা বাড়ার সাথে সাথে চর্মরোগ নিয়ে মন্তব্যের সংখ্যাও বেড়েছে - এটি আরেকটি সমস্যা যা আগে জনগোষ্ঠীর মতামতে সেভাবে ধরা পড়েনি কিন্তু এখন এটার আশংকা অনেকটাই বেড়ে গেছে। জনগোষ্ঠীর মানুষজন জানিয়েছেন যে গরমকালে তাপের কারণে অনেক ছোঁয়াচে চর্মরোগ হচ্ছে। গরম আর সেই সাথে ক্যাম্পে নিরাপদ খাওয়ার পানি নেই এই ধারনার ফলে মানুষজনের মধ্যে ডায়রিয়া নিয়ে আশংকা বেড়ে গেছে। বিশেষভাবে গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের জন্য সৌর প্যানেল চালিত ফ্যান বা হাত পাখার প্রচুর অনুরোধ এসেছে।

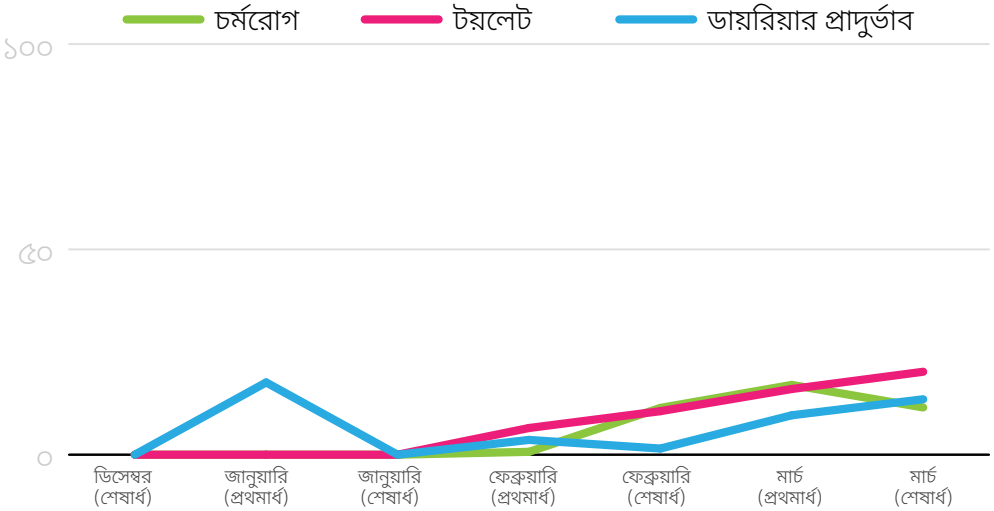

তথ্যসূত্র: শতাংশ বলতে উল্লিখিত সময়কালে শ্রোতা দলের সঞ্চালকরা তুলনামূলকভাবে যে সংখ্যক অভিযোগ/মন্তব্য সম্পর্কে জানিয়েছেন তা বোঝানো হয়েছে। এই গণনার ভিত্তি হল এই সময়কালে মোট যে সংখ্যক রেডিও শ্রোতা দল প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্য পাঠিয়েছেন - যার সংখ্যা ডিসেম্বরের শেষে ২৮টি দল এবং মার্চ ২০১৮-র শেষে ২৫৭টি দল ছিল।